চিত্র ভানুর রঙ্গচিত্র

বৌদির বোন

পরিচালনা ... খগেন রায়

চিত্রভানুর রঙ্গচিত্র

বৌদির বোন

পৃষ্ঠপোষক : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রযোজনা : শ্রীমুনীন্দ্র রায়চৌধুরী

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
খগেন রায়

সঙ্গীত : **নচিকেতা ঘোষ**

চিত্র-গ্রহণ : দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দযোজনা : পরিতোষ বসু
গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত
সম্পাদনা : সুকুমার মুখোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশ : হীরেন লাহিড়ী
প্রচার : ধীরেন মল্লিক

ব্যবস্থাপনা : গীতেন দে
রূপসজ্জা : সুধীর বসু
সুর-যন্ত্রে : গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা
স্থিরচিত্রে : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থিরচিত্র পরিবর্ধনে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস
পশ্চাৎপট অঙ্কনে : প্রফুল্ল নন্দী
অমর রায় গোস্বামী

—সহকারিতায়—

পরিচালনায় : প্রবীর দেব, অলক মুখোপাধ্যায়, হিমেন নস্কর, ভবেন ঘোষ
সুরযোজনায় : জয়ন্ত শেঠ
চিত্র-গ্রহণে : কালী ব্যানার্জী, প্রসূন ঘোষ
শব্দগ্রহণে : অমর ঘোষ, সোমেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : দেবু গাঙ্গুলী, অমরেশ তালুকদার
ব্যবস্থাপনায় : অধীর দে
রূপসজ্জায় : সুরেশ রায়, সন্তোষ নাথ

চরিত্রচিত্রণে

ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বেণু মিত্র, আরতি দাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), রেবা দেবী, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোঃ, শেখর রায়, আশু বোস, সুব্রত বসু, অমূল্য হালদার, ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায়, অনুপ সরকার, অনিল কুমার, অমর চৌধুরী, অনিল রায়, মাঃ সতু, কল্যাণী প্রসাদ, গোপাল রায়, দীনু দাস, জীবন দত্ত আরও অনেকে।

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

বৌদির বোন

(সারাংশ)

DIPOK DEY
107/2, RAJA RAMMOHAN SARANI
KOLKATA-700 009
Phone : 2350-0030
e-mail : ruana@vsnl.net

নবীন যুবক বিকাশ মেদিনীপুরে দাদা-বৌদির কাছে থাকে। অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করার খবর এসেছে। দাদার পায়ের ধলো নিয়ে বৌদির কাছে গিয়ে সুখবর দিয়ে হাজির হ'ল বিকাশ। বৌদি স্নেহময়ী, অজস্র আবদার তার কাছে করা চলে। বৌদি জানালো, তার ছোট বোন ছুট্‌কীর সঙ্গে বিকাশের বিয়ে সে এক রকম ঠিক করেই রেখেছে। বিকাশ বলে, "ওসব কথা চাপা দাও বৌদি—জানোতো দাদাকে, এম্‌-এ পাশ করবার আগে বিবাহে নৈব নৈব চ!"

কলকাতায় এসে ভর্তি হয়ে বিকাশ নতুন-ভরসা-ভরা নতুন জীবন সুরু করলো। দুটি ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠলো—গজেন আর সুশোভন। গজেন স্ফূর্তিবাজ, ফাজলামিতে অতুলনীয়। সুশোভন সাধারণ, ঠাণ্ডামাথা ছেলে। একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে বিকাশ এক বেকায়দা অবস্থায় পড়লো। পিঁপড়ের কামড়ে গাছতলা ত্যাগ করে সে এক গাড়ীর পাদানে গিয়ে বসলো। হঠাৎ সে দেখলো, মোটরের গদির ওপর শুয়েছিল এমন একটি মেয়ে পা বাড়াচ্ছে। ওখানে একজন লোক বসে থাকতে পারে একথা নিশ্চয় মেয়েটি কল্পনাও করতে পারেনি! কিন্তু বিকাশ প্রবল ঝগড়া সুরু করে দিল। মেয়েটিও কম যায় না। ঝগড়া যখন তুমুল, তখন গজেন এসে উপস্থিত। সে থামাতে গিয়ে আরো ঘোরালো করে তুললো। যাক, কোন রকমে মান বাঁচিয়ে তারা পালালো।

কিন্তু সত্যিকার আত্মরক্ষা বিকাশ করতে পারেনি। মেয়েটির ঝগড়াটে ভঙ্গির মধ্যে সে নাকি অদ্ভুত 'চার্ম' দেখেছিল। সে ভয়ঙ্কর প্রেমে পড়ে গেল! এদিকে মেয়েটি বাড়ীতে গিয়ে মামাতো বোন শোভার কাছে ফলাও করে ব্যাপারটা জানালো। শোভা বলে, "প্রথম দর্শনে প্রেম নয় তো?" মনীষা বলে, "বয়ে গেছে।" শোভার সন্দেহ কিন্তু ঠিক চলে যায় না।

এইভাবে চলেছে। বৌদির কড়া তাগিদ এলো, "বরাহনগরে গিয়ে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করনি, আমি জানতে পেরেছি। উমানাথ ব্যানার্জী লেন, বরাহনগরে গিয়ে আমার বাবা রায়সাহেব সদানন্দ ধোষের সঙ্গে দেখা করবে।"

মনীষা স্বাধীন জেনানা, সমাজবিজ্ঞান নিয়ে রিসার্চ করে। তাই সে বরাহনগরে না থেকে, কলকাতায় বালিগঞ্জে মামাবাড়ীতে থাকে। আর বড় মামার মেয়ে শোভা বরাহনগরে মেয়ে স্কুলে গান বাজনার টিচার, তাই সে বরাহনগরে পিসীবাড়ীতে থাকে। এই অদল-বদলটা বৌদির জানা ছিল না, বিকাশ তো এর বিন্দুবিসর্গও জানে না।

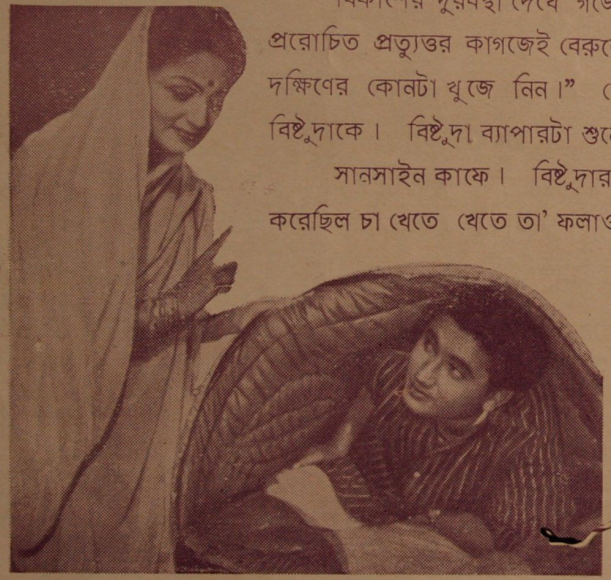

বিকাশের দুরবস্থা দেখে গজেন বুদ্ধি ক'রে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, "ঠিকানা জানান্।" শোভার প্ররোচিত প্রত্যুত্তর কাগজেই বেরুলো, "দেশপ্রিয় পার্কের দেড়শো গজের মধ্যে থাকি, পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের কোনটা খুজে নিন।" দেশপ্রিয় পার্কের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঠিকানা পাওয়া গেল না, গেল বিষ্টুদাকে। বিষ্টুদা ব্যাপারটা শুনে বললো, খুঁজে আমি দেবো কিন্তু এখানে বেশী ঘোরাফেরা করোনা।

সানসাইন কাফে। বিষ্টুদার কাছে বাহাদুরী নেবার জন্য বিকাশ মেয়েটিকে কি ভাবে ধম্‌কে ঠাণ্ডা করেছিল চা খেতে খেতে তা' ফলাও করে বলছিল। পেছনে যে সেই মেয়েটিই এসে বসে সব শুনছিল তা বিকাশ জানতো না। মনীষা উঠে এসে সামনে রুখে দাড়ালো। ফলে আর এক পশলা ঝগড়া ও মনীষা রাগ করে বেরিয়ে গেল। এর পর দেখছি, নতুন মানুষ বিকাশ বরাহনগরে মনীষাকে হঠাৎ পেয়ে উমানাথ ব্যানার্জী লেন কোন্ পথে জিজ্ঞাসা করলো। মনীষা দেখল, এই সুযোগ, একে একটু জব্দ করা যাক, বোটানি-ক্যাল গার্ডেন নিয়ে ও বিষ্টুদার কাছে খুব তড়পেছিল। ভুল পথে বিকাশ যখন ঘুরছে, তখন আমরা দেখছি মনীষা উমানাথ ব্যানার্জী লেনের একটা বাড়ীতে ঢুকছে। বলা বাহুল্য এই

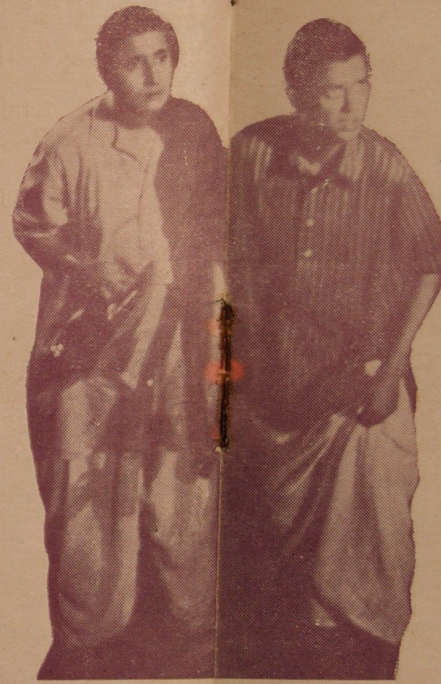

বৌদির বোন

বাড়ীটাই বৌদির বাপের বাড়ী এবং মনীষাই বৌদির বোন। বিকাশ যখন উমানাথ ব্যানার্জীর লেন খুঁজে এ-বাড়ীতে এলো তখন মনীষা ছিল ওপরে এবং বাইরের ঘরে সে দেখতে পেল শোভাকে, যে মনীষার মামাতো বোন কিন্তু যাকে বিকাশ ভুল করলো বৌদির বোন বলে। সে একটু ব্যথিত হ'ল কারণ মনীষাকে তার একটু বেশী ভালই লেগেছিল। এদিকে দাদার শ্বশুর অর্থাৎ নিজের ভাবী শ্বশুরের "ছোকরা" বলে ডাকাতে সে বিরক্ত হয়েছিল। সে তখন পরে গেল দোটানার মধ্যে—সত্যিকার বৌদির বোন মনীষা না ভুল-করে বোঝা বৌদির বোন—শোভা ?

এদিকে বন্ধুর জন্য ঘটকালি করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলো গজেন-সুশোভন। গজেনের কিঞ্চিৎ লাভ হয়েছিল কারণ শোভার সঙ্গে তার একটু চোখে-চোখে পরিচয় হয়েছিল।

বৌদির তাগিদে বিকাশকে যেতে হবে মেদিনীপুর। গজেন বললো, তুই যা, আমি "আইতে আছি।" এদিকে মনীষাকেও সেই রকম চিঠি দিয়েছিল দিদি — তুই আয়, ঠাকুরপোকে তোকে দেখিয়ে আমি বিয়ের কথা ঠিক করে রাখতে চাই। কিন্তু সর্বনাশ, তোর জামাইবাবু যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে !

জামাইবাবু কিন্তু জানতে পারলেন এবং আপত্তিটা ফেলে রেখে মনীষা-বিকাশ ও শোভা-গজেন এই দু'জোড়া মিলনের পথ নিজেই করে দিলেন।

কি উপায়ে সব কিছুর সমাধান হ'ল সেইটেই আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি।

গান

[১]

পাহাড়ী বেদের মেয়ে কুম্‌কুম্‌
নূপুরে সুর তোলে সে রুম্‌ঝুম্‌।
শিরিষ ডালে শিরশিরিয়ে
ঝরণা-জলে ঝিরঝিরিয়ে
সে সুরে আনে ফুলের মরশুম।
ও তার নয়নে যাদুকরীর যাদু মেশা
ও তার অধরে মরণ-বিষের মধু নেশা,
রূপসীর রূপ দেখে চুপ চাঁদ-পরী,
রূপালী চোখেতে আর নেই ঘুম।
আহা যৌবনেরি মৌবনে তার রঙের আগুন-লাগে,
তনুলতায় ফাগুন মাসের প্রথম কুঁড়ি জাগে,
নাচে তার আকাশ ওঠে চম্‌কে সাড়ায়,
কাছে তার বাতাস এলে থম্‌কে দাঁড়ায়,
হরিণীর হারিয়ে যাওয়া হার মানে,
হাসিতে ভাঙ্গে যে রাতের নিঃঝুম।

—শ্যামল গুপ্ত

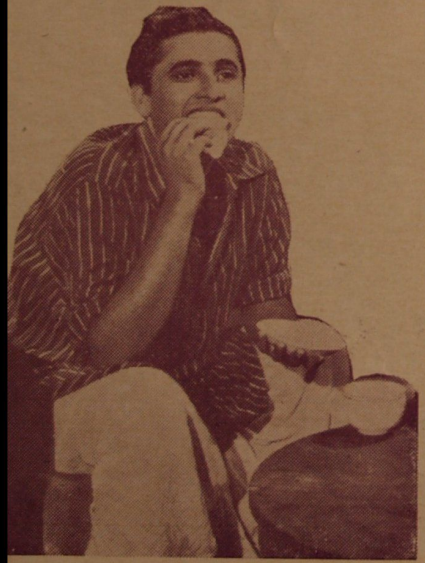

[২]

ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি জ্বলে জোনাকী,
মনে মনে সব কথা হবে শোনা কি,
খোঁপাটিতে দোপাটি যে ঝর ঝর ঝরে।
ঝিরিঝিরি পূরবায় সুরে সুরে কথা বলে গো,
আরো দূরে নিরিবিলি ঝিলিমিলি তারা জ্বলে গো,
ফাঁকিতে যে আঁখি মোর জলে শুধু ভরে,
(আর) খোঁপাটিতে দোপাটি যে ঝর ঝর ঝরে।
ফুল সহেলির বুকে কাঁদে মধু ঐ
সুরভিতে সুর দিতে সেই সে বঁধু কই,
শুনি আমি বল কিছু ওগো তুমি কথা বলনা,
চোখে চোখে চেয়ে হাস বুঝি না তো একি ছলনা,
(বল) তুমি ছাড়া ভাঙ্গা মন রাঙ্গা কেবা করে,
(আর) খোঁপাটিতে দোপাটি যে ঝর ঝর ঝরে।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

[৩]

শোভা—এবারে যত প্রাণের কথা গানের কথা হবে,
এবারে শুধু কুহুর শীষে হৃদয় মিশে রবে।
এইতো এলো খুসী মাতাল সেরা খুসীর বেলা,
পলকহীন আঁখির ছায়ে পুলক করে খেলা,
কত না দিন পরে এবার একটু কিছু কবে।
মনীষা—আকাশ হল স্বপ্ন ভরা ঐতো অনেক দূরে,
আর হেথায় দুজন হারিয়ে আছি তুমি-আমির সুরে।
শোভা—পরাগমাখা পাপড়ি ঘিরে মৌমাছিদের গানে,
মনীষা—প্রহরগুলো হেথায় যেন ফাগুন ডেকে আনে,
শোভা—চোখে চোখে চেয়ে এবার আমায় চিনে লবে,
মনীষা—(আর) কত না দিন পরে এবার একটু কিছু কবে।
শোভা ও মনীষা—এবারে যত প্রাণের কথা ইত্যাদি।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

[৪]

চোখে জ্বলে চক্‌মকি
হায়রে হায়রে হায়রে।
পরাণ-পিদীম যেন তারি মাঝে
আলো খুঁজে পায়রে,
হায়রে হায়রে হায়রে।
আঙ্গুর ফুলের নেশা মিষ্টি,
আরো ভাল পাপিয়ার শিষ্‌টি,
মেঘের আড়াল হতে বাঁকা চাঁদ
উঁকি মেরে যায়রে।
সুরভিত সুরে আর স্বপ্ন-সুরায় মন ভরে গো,
জোনাকীর ঘাগ্‌রা যে ঝলমল করে
(আর) পরীদের জলসায় দুষ্টু বাতাস ঐ
খেয়ালের মিঠে বোল্ ধরে গো।
পিয়ালের ডালে দোল জাগছে,
(আজ) নিজেরে যে কত ভাল লাগছে,
নির্জনে মোর মন জানিনাতো
কার পানে ধায়রে.
হায়রে হায়রে হায়রে।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সমাপ্ত

—জি, আর, পিকচার্স পরিবেশিত আগামী ছবি—

৺যোগেশ চৌধুরীর

শৈলজানন্দ রচিত ও পরিচালিত

কণিকা প্রেস, ৫৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং জি, আর, পিকচার্স ১২৭-বি, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।